মূলকথাঃ (Abstract) :

মানব সভ্যতা আজ বিশ্বায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ।দেশ,জাতি,গোত্র,গোষ্ঠী,ধর্ম,বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে বিশ্বের সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে একটা সুখী সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার অভিপ্রায়ে কাজ করবে এটাই হচ্ছে বিশ্বায়নের তথা Globalization এর মূলমন্ত্র । উন্নত বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির ধ্যান ধারনাকে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অচিরেই আমাদের বাংলাদেশের মত সকল উন্নয়নকামী দেশকে উন্নত দেশে পরিনত করা সম্ভব।এই বিশ্বাস থেকেই বিশ্বায়নের দাবীটি বিশ্বের এক মানচিত্রে থাকা সমগ্র মানব সভ্যতার কাছে বিশ্বে ধীরে ধীরে জোড়ালো হয়ে উঠছে।আর এই ধারনাকে আরো গতিশীল করার জন্যই আমাদের 'দি গ্লোবাল জব' এর নিরলস প্রচেষ্টা।

বর্তমান বিশ্বে ব্যপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে মানুষ দেশে–দেশে, জাতিতে–জাতিতে সশস্ত্র যুদ্ধ বয়কট করতে শিখেছে। দু' একটি বিছিন্ন ঘটনা ছাড়া সারা বিশ্বে চলছে এখন শান্তি প্রক্রিয়া ।মানুষ এখন যুদ্ধ বিগ্রহ, পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি, হিংসা– বিদ্বেষ ভুলে মানুষ খুজছে সুখ ও শান্তির ঠিকানা । সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপনই তাদের মূল লক্ষ্য। যুদ্ধ বিগ্রহ নয়।

তারপরও সমগ্র বিশ্ব জুড়ে দেশে–দেশে, জাতিতে- জাতিতে চলছে এখন এক নীরব যুদ্ধ– যা সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধের চাইতেও ভয়াবহ। এই যুদ্ধ অন্য কিছু নয় - এটা হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জালিয়াতি চক্রের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্রের সাথে প্রযুক্তিগত যুদ্ধ !! (Technological war against national and international counterfeit group & agency.)

প্রযুক্তিগত যুদ্ধটি আসলে কী !!

প্রতিটি দেশের রয়েছে শত্রু ও মিত্র রাষ্ট্র।আবার দেশের অভ্যন্তরে থাকে দেশ বিরোধী শত্রু ও দুর্বৃত্ত চক্র। আন্তর্জাতিক দেশ বিরোধী চক্রের যোগসাজশে শত্রু রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাসীন সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যহত করতে এরা থাকে সদা তৎপর। পরোক্ষভাবে শত্রু দেশের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব, শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন বিপন্ন করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। আর এই কাজটি এই দুষ্টচক্র মূলত করে থাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার কারনে এ যুদ্ধ এখন বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। জাল জালিয়াতি ও পাইরেসির কারনে গত বছর সমস্ত বিশ্বে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৫০০বিলিয়ন ডলার। দিনে দিনে এর পরিমান যেমন বাড়ছে ঠিক তেমনি অনেক রাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ।বিশ্বজুড়ে চাকুরীর বাজার সংকুচিত হচ্ছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে এ অবস্থা আশংকাজনক।

এক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ দেয়া যেতে পারে উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরীতাকে। দুই দেশের একে অপরকে যুদ্ধের হুমকি দেয়া সত্তেও কেউ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে না ।কিন্তু উত্তর কোরিয়া যে কাজটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি করছে তা আরও ভয়াবহ। আর তা হল যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকনোট মার্কিন ডলারকে প্রায় হুবহু নকল করে উত্তর কোরিয়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা সরকারি তত্ত্বাবধনে সুপার ডলার (আসল নোটের মত জাল নোট)তৈরি করে বিশ্বব্যপি ছড়িয়ে দিচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ ও এফ. বি. আই এ ব্যপারে সত্যতা পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপর শত্রু রাষ্ট্র রাশিয়া সহ আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্র এ ব্যপারে জড়িত আছে বলেও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা মত প্রকাশ করেছেন।এ কারনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি দুই ,তিন বছর পর পর তাদের ডলারের আকার, প্রকার ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Denominations) পরিবর্তন করে পুনরায় বাজারে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্রের প্রধান টার্গেট:

দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস ও প্রোডাক্টস-কে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিভূমি বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় ভাবে উৎপাদিত এবং দেশের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা এর সঙ্গে জড়িত বলে এসবকে National security documents and products বা জাতীয় নিরাপত্তামূলক দলিল–দস্তাবেজ এবং পণ্য বলা হয়ে থাকে। দেশী- বিদেশি, আন্তর্জাতিক জাল–জালিয়াতি চক্র এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর প্রধান টার্গেট হচ্ছে একটি দেশের এসব নিরাপত্তামূলক জাতীয় ডকুমেন্টস ও পণ্য সমুহ । আর কোন দেশের এসব নিরাপত্তামূলক ডকুমেন্টস যদি হয় নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যহীন বা দুর্বল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তাহলে জালিয়াতি চক্রের পক্ষে এসবের জাল জালিয়াতি করা অতি সহজ হয়।ঐসব দেশকেই মূলত তারা টার্গেট করে থাকে ।যার ফলে ঐ সমস্ত দেশ সমূহ চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে এবং দেশে দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে যায়।

তাই উন্নত দেশ এসব পাবলিক বৈধ ডকুমেন্টস-কে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করে থাকে এবং এসব স্পর্শকাতর বৈধ কাগজপত্রকে জালিয়াতির হাত থেকে সুরক্ষিত করে থাকে। কিন্তু যে সব দেশ এটি করতে ব্যর্থ হয় তারা চরম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে পরিনত হয়।উন্নায়ন বাঁধা গ্রস্থ হয়ে দেশে সুশাসনের অভাব দেখা দেয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দুর্বল নিরাপত্তা বৈশিষ্টের কারণে বাংলাদেশের ব্যাংক নোটের জাল জালিয়াতি প্রকট আকার ধারন করেছে। দৈনিক নিউ নেশন সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সুত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ জাল টাকা বিস্তৃতির কারণে এখন বিশ্বে এক নম্বর দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আবার জাল শিক্ষা সনদের ছড়াছড়ির কারণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে আরম্ভ করে নিয়োগ বাণিজ্যে আজ শিক্ষকের মত মহান পেশাও আজ জড়িত।ফলশ্রুতিতে সমাজে দুর্নীতির মাত্রা কাংখিত মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভবপর হচ্ছে না ।(Add video clip on Jal taka and jal education certificate/GPA-5 etc)

দুর্নীতি ও অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্র মোকাবেলায় উন্নত রাষ্ট্রের ভুমিকাঃ

নিরাপত্তামূলক রাষ্ট্রীয় তথা পাবলিক ডকুমেন্টস ও পণ্য জাল জালিয়াতির মাধ্যমে একটি দেশের বাজারে ছেড়ে দিলে সে দেশ কখনো তার কাংখিত লক্ষে পোঁছেতে পারে না। উপরন্তু দুর্নীতি ব্যপক আকার ধারন করে সমাজে সুশাসন ও সার্বিক উন্নায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। তাই উন্নত রাষ্ট্রগুলো এসবের জাল জালিয়াতি রক্ষার্থে তথা প্রতিরোধ কল্পে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এসব দেশ যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংক নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয় যা জালিয়াতি চক্রের পক্ষে জাল করা প্রায় অসম্ভব ও দুঃসাধ্য । যমেন সুইজারল্যান্ডরে মত অতি উন্নত দশেরে ব্যাংক নোটে কমপক্ষে ১৮ টি দৃশ্যমান ও গোপনীয়, লুক্কায়িত অ-দৃশ্যমান নরিাপত্তা বশৈষ্টি্য (Covert & Overt security features) দয়ো থাক-েযা নকল বা জাল করা অসম্ভব । এজন্য সুইস ফ্রাংককে সবচয়েে শক্তশিালী টাকা বা ব্যাংক নোট বলা হয়ে থাকে। (Add Video Swiss franc)

২। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত -কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে কোন ধরনের জালিয়াতি করতে না পারে সে জন্য এ খাতের সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস-কে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত দৃশ্যমান ও গোপনীয়, লুক্কায়িত অদৃশ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Covert & Overt security features) দেয়া হয় । শিক্ষা সনদে এমন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয় যার ফলে সনদ জাল করা সম্ভব হয় না।

৩। রাজস্ব খাতের ডকুমেন্টস ও পণ্য সমুহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বাজারে ছাড়া হয়।

৪। সকল ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ীর ফিটনেস সনদ ,গাড়ীর রেজিঃ সার্টিফিকেট , রুট পারমিট ইত্যাদিতে সর্বাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়।

৫।ন্যাশানাল আই ডি সহ যাবতীয় আই ডি কার্ড এমন নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয় যা নকল বা জাল কার জালিয়াতি চক্রের জন্য দুঃসাধ্য ।

৬। দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ডকুমেন্টসকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এসবের মধ্যে প্রদত্ত যাবতীয় দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Covert and Overt security features)সর্ব সাধারণ জনগনের অবগতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন গনমাধ্যম , রেডিও , টেলিভিশন, অন লাইন , ওয়েব সাইটে ফলাও করে প্রচার করা হয় ।

৭। পরিশেষে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো, কোন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জাল জালিয়াতি শনাক্ত করে আসল নকল বুঝতে পারবে তাও উল্লেখ করে দেয়া হয়। এর ফলে সেসব দেশে দুর্নীতি ব্যপক হারে কমে গিয়ে দেশ আরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে । দেশের পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিভাইস দেয়ার ফলে তারা মাঠ পর্যায়ে জাল জালিয়াতি শনাক্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করে থাকে।

শুধু উন্নত দেশই নয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী উন্নয়নশীল দেশ ইন্ডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান সহ এশিয়ার অন্যতম দেশ মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং সহ অনেক দেশেও এভাবে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করে দেশ থেকে জাল জালিয়াতি বন্ধ করে দুর্নীতি ব্যপক হারে কমিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছে ।বলা বাহুল্য ভুটান অবিশ্বাস্য ভাবে দুর্নীতি কমিয়ে এনে বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।   (২০১৭ তে মাত্র ২৬ তম)এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বাংলাদেশ কেন পারছি না ?

প্রেক্ষাপট বাংলাদেশঃ

এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জনক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রি শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও দুর্নীতি আশানুরূপ হারে কমেনি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিগত বি এন পি সরকারের আমলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান বা ১ম স্থান পদটি ধরে রেখেছিল। অতঃপর বর্তমান সরকার আমলে (২০০৯-২০১৭) হাটি হাটি পা পা করতে করতে এখন ১ম স্থান থেকে ১৭ তম স্থানে পৌঁছেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশানাল এর ২০১৭ সাল পর্যন্ত দুর্নীতি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ১৭৫ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৩তম, নেপাল ১২২তম, শিলংকা ৯১তম, ইন্ডিয়া ৮১তম এবং বিস্ময়কর ভাবে ভূটান মাত্র ২৬তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ সার্ক ভুক্ত দেশের মধ্যে তুলনামুলক ভাবে বেশে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এবং ভূটান সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আফ্রিকা মহাদেশের ইথুওপিয়ার মত দেশেও আমাদের চাইতে কম দুর্নীতিগ্রস্থ। তাদের স্থান ১৭৫ টি দেশের মধ্যে ১০৭তম। এখন একনজরে গ্রাফের মাধ্যমে উল্লেখিত বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ করা হলঃ বাংলাদেশঃ

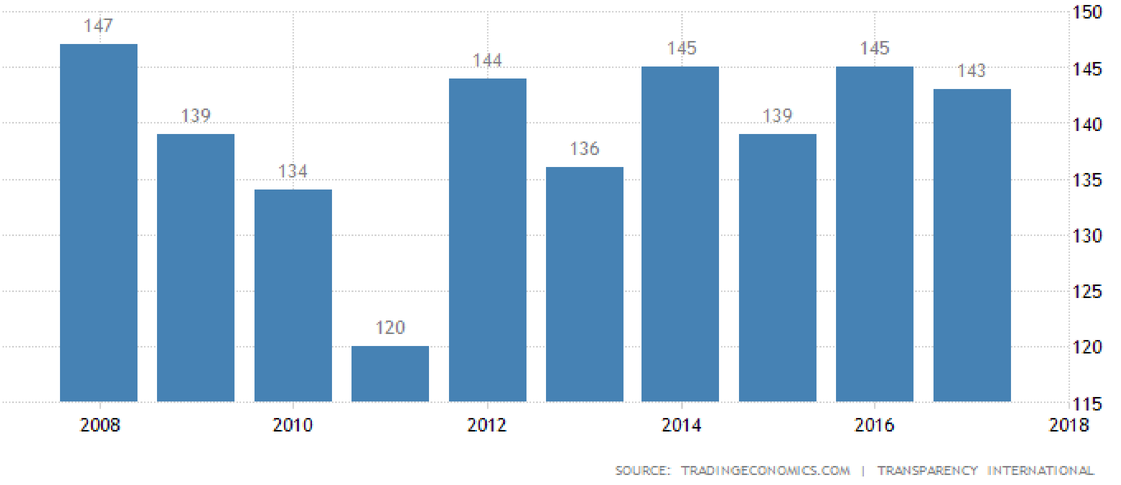

ইন্ডিয়াঃ

নেপালঃ

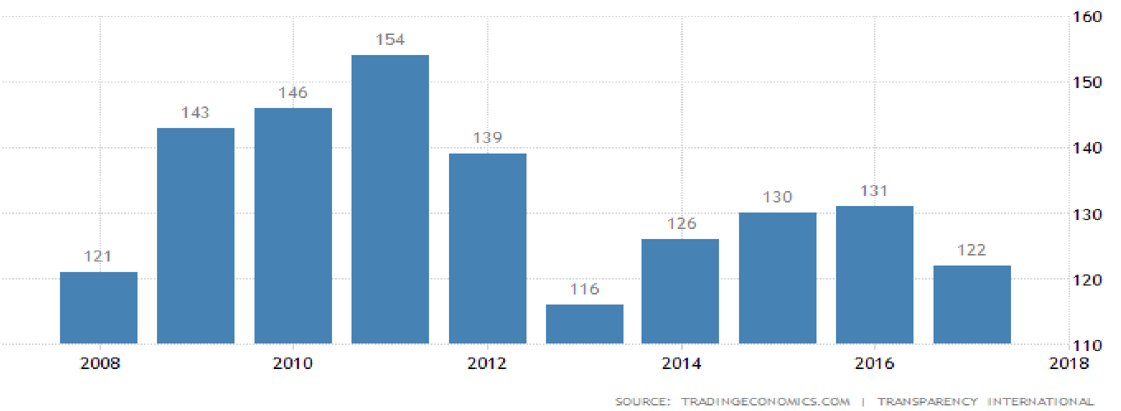

শ্রীলংকাঃ

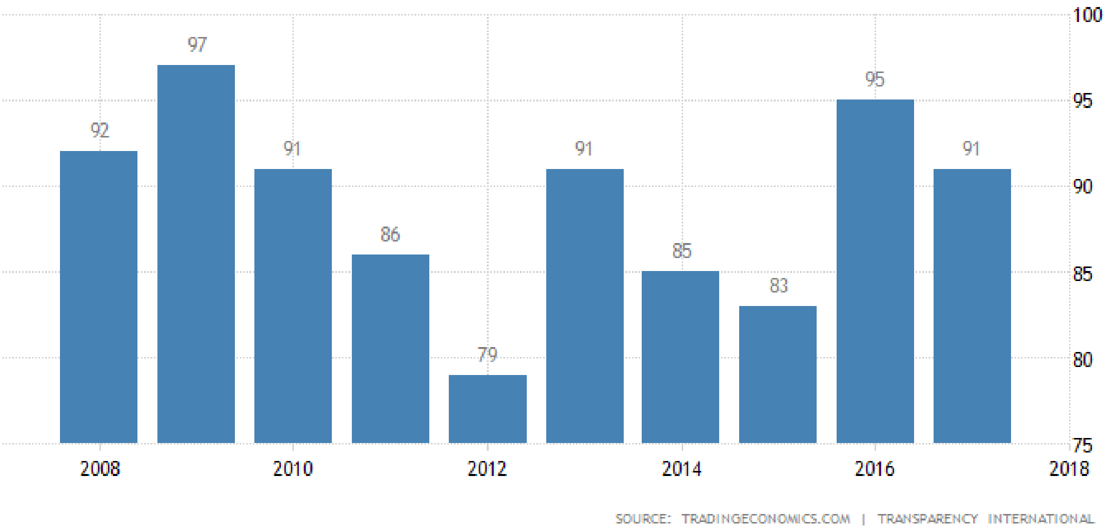
92
97
91
86
79
91
85
83
95
91
100
95
90
85
80
75
2008
2010
2012
2014
2016
2018
SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ভুটানঃ

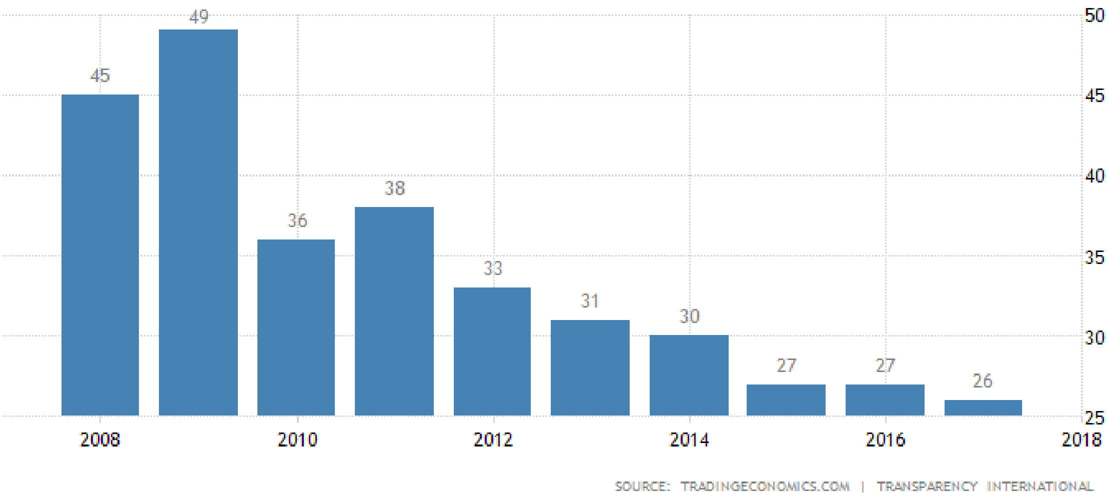
45
49
36
38
33
31
30
27
27
26
50
45
40
35
30
25
2008
2010
2012
2014
2016
2018
SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ইথুওপিয়াঃ

126
120
116
120
113
111
110
103
108
107
130
125
120
115
110
105
100
2008
2010
2012
2014
2016
2018
SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | TRANSPARENCY INTERNATIONAL

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান উ□স সমুহঃ

দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ডকুমেন্টস বিষয়ে তথ্য গোপন করা একটি বড় ধরনের দুর্নীতি উৎস একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যপারে একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করবো।

২০১৫ সালের ১৪ জুলাই এবং ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্ট্যাম্প প্রশাসন অধিশাখা-(অর্থ মন্ত্রণালয়) কর্তৃক প্রজ্ঞাপন নং ৬৭,৮৭ ও ৮৮ এর মাধ্যমে পরিপত্র জারি করা হয়। উক্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুসারেঃ

১। স্ট্যাম্প জালিয়াতি রোধকল্পে পূর্বে মুদ্রিত নিরাপত্তা বিহীন সকল রাজস্ব স্ট্যাম্প সহ যাবতীয় জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ৩১-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে অচল বা বাতিল এবং অকার্যকর ঘোষণা করা হয়।

২। উক্ত তারিখের পর অর্থাৎ ৩১-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে সকল রেভিনিউ বা রাজস্ব স্ট্যাম্প সহ সকল জুডিশিয়াল তথা অ্যাডহেসিভ কোর্ট ফি স্ট্যাম্প, বীমা স্ট্যাম্প, বীমা ফি স্ট্যাম্প, ফরেন বা বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্প, শেয়ার হস্তান্তর স্ট্যাম্প,যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প ,বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প,নোটারিয়াল স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে Coated gummed paper with UV fibres কাগজে GOB লেখা সম্বলিত বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সকল ট্রেজারিতে সরবরাহ করা হয়।

৩। উল্লেখ্য উক্ত GOB লেখা সম্বলিত বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যটি কখনো খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এই গুপ্ত ও লুকানো অদৃশ্যমান বা hidden security feature GOB লেখা একমাত্র সঠিক পরিমাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের(365nm -যেমন আমাদের LCD LED UV flashlight)এর সাহায্যেই শুধুমাত্র দেখা সম্ভব অন্যথা নয়।

৪। কিন্তু প্রজ্ঞাপনে সরবরাহকৃত উক্ত GOB লেখা সম্বলিত বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যটি পরিষ্কার জন্য UV light ব্যবহার করে নিশ্চিত করতে হবে বলা হলেও কত পরিমাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের UV light ব্যবহার করতে হবে তা নিশ্চিত করা হয়নি। যা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কারণ বাজারে বিদ্যমান uv light এর সাহায্যে এই GOB নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যটি কখনই স্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব নয়।

যার ফলশ্রুতিতে এখাতে যেসব দুর্নীতির প্রমান পাওয়া গেছে তা হলঃ

১। এরকম একটি দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোন গণমাধ্যম বা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে (রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে)সর্ব সাধারণকে জানানোর ব্যপারে পদক্ষেপ নেয়নি। তাই সাধারণ মানুষ সহ উকিল, বিচারক সহ এ খাতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে কি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অবগত হতে পারেনি । ফলে আদালত পাড়ায় চলছে এসব জাল (GOB লেখা নয়

এমন) জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের রমরমা ব্যবসা। যা আমাদের অনুসন্ধানে বেড়িয়ে এসেছে। আর সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব।

২। আমাদের অনুসন্ধানে আরও বেড়িয়ে এসেছে ভয়াবহ তথ্য। তা হল কোটি কোটি মানুষ বিদ্যুৎ, গ্যাস , পানি, টেলিফোন বিলে যে রাজস্ব বা রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার করছে তার অধিকাংশই পাওয়া গেছে জাল রাজস্ব স্ট্যাম্প (GOB লেখা নয়)। ফলে সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব।

৩। সরকারের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এই ১০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হবে ৫০০ টাকা ও তদূর্ধ্ব যে কোন বিলে। তাই সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানেও এই স্ট্যাম্প ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।ফলে এভাবেও সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব।

তাই আমারা বলতে বাধ্য হচ্ছি **"দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রযুক্তির ব্যবহার"** দিতে পারে এর একমাত্র সমাধান।কারণ আমাদের L CD L ED UV (3 6 5 n m)f l a s h l i g h t এসব সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যবহার করলে একদিকে যেমন দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো ঠিক একই প্রক্রিয়ায় দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করাও সম্ভব হতো। দেশ হতো সমৃদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত।

মোটকথা , বিশ্বের একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেও রয়েছে জন নিরাপত্তা মূলক রাষ্ট্রীয় ডকুমেন্টস ও পণ্য। আর এগুলোকে ঘিরেই চলছে দুর্নীতির মহা উৎসব।

দেশ ও মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এসব সিকিউরিটি ডকুমেন্টস গুলোর অন্যতম হচ্ছেঃ

১। স্থানীয় ব্যাংকনোট টাকা এবং বিদেশী ব্যাংকনোট বা কারেন্সিঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধনে বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশের ব্যাংকনোট তথা টাকা তৈরি করে থাকে।টাকা কখনো সাধারণ কাগজ দিয়ে তৈরি হয় না।বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় ৯৫% দেশে কটন পেপার দিয়ে তৈরি হয় এই টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে শতকরা ৮৫% কটন পেপার এবং ১৫% লিনেন ও এবাকা (85% cotton paper with ১৫% linen & abaca) টেক্সটাইল ফাইবার মিশ্রণে এই টাকা তৈরি হয়ে থাকে। আবার ভুটান, দঃআফ্রিকা , অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর সহ কয়েকটি দেশ হাইব্রিড(Hybrid) পেপার এবং পলিমার (Polymer) দিয়ে বর্তমানে ব্যাংক নোট তৈরি করায় এই সব টাকা অধিক টেকসই ও

দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে এবং যা জাল করা প্রায় অসম্ভব । তাই টাকা যে কাগজ বা উপাদান দিয়ে তৈরি হয় তাকে বলা হয় UV dull security paper অর্থাৎ যা আলট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet light)–তে কখনো উদ্দীপ্ত বা অন্য কোন বর্ণ (বিশেষত নীলাভ বর্ণ) ধারন করতে পারবে না । আর অতিবেগুনী রশ্মিতে (UV Ray or light) যদি তা পুরোপুরি বা আংশ বিশেষ নীলাভ বর্ণের হয়ে যায় তবে তা হবে জাল টাকা। এটাই ধ্রুবসত্য । কিন্তু বাংলাদেশে এর বাস্তবতা ভিন্ন।

জালটাকার বিস্তারে বিশ্বে সবার শীর্ষে বাংলাদেশঃ

সুত্রঃ The NewNation ,Sunday, September 30,2018

এদশের বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং আমাদের অর্থ সংক্রান্ত গবেষকদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ

- যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধনে তৈরি হয় টাকা সেই ব্যাংকের ভোল্ট রুমেই পাওয়া গেছে জালটাকা ।
- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের cash counter ও এটি এম বুথেও মিলছে জালটাকা।
- ব্যাংকের কিছু অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা, দেশী ও আন্তর্জাতিক জালিয়াতি চক্র এবং দেশ ও স্বাধীনতা বিরোধী শত্রু এই দেশে জালটাকা বিস্তারের সাথে জড়িত বলে অনুমান করা হচ্ছে ।
- চায়না থেকে টাকা সহ অন্যান্য সিকিউরিটি ডকুমেন্টস তৈরির UV dull security paper ও UV Ink আমদানি করা যাচ্ছে।আমাদের গবেষকদের ধারনা এসব সিকিউরিটি কাগজ , ইউ ভি কালি ও ইউ ভি নিরাপত্তা ফাইবার (UV security fiber) ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে বাংলাদেশে সুপার জাল ব্যাংকনোট।
- শুধু ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা ব্যাংকনোট–ই নয় ২,৫,১০,২০,৫০ ইত্যাদি কম মূল্যমানের টাকার নোট গুলোও জালিয়াতি চক্রের হাত থেকে রেহাই পায়নি।এগুলোও আশংকাজনক হারে জাল জালিয়াতি হচ্ছে এবং যা সাধারণ মানুষের ধারনার বাইরে।

- ২,৫,১০,২০,৫০ টাকার নোট গুলোতে উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণে বিশেষ করে সবচেয়ে কঠিন ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত গোপন ও অদৃশ্যমান UV fluorescence security features না থাকার কারণে এ গুলো সহজেই জাল করা সম্ভব হচ্ছে।অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, ভূটান, নেপালের এসব নিম্ন মুদ্রা মানের ব্যাংকনোট সমুহে দেয়া হয়েছে সর্বাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (UV fluorescence security features) । যার ফলে এসব দেশে এই সব মুদ্রা মানের ব্যাংকনোট সমুহে জালিয়াতি বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে এবং ঐসব দেশের টাকা আমাদের টাকার বিপরীতে দিনে দিনে শক্তিশালী হচ্ছে।
- ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা ব্যাংকনোট সমুহে যে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে তা কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়।

উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার ১ রিঙ্গিত(বাংলাদেশের ২০ টাকা সমান), চীনের ১ ইউয়ান (বাংলাদেশের ১২ টাকা সমান), ১ হংকং ডলার (১০ টাকা), ১ সিঙ্গাপুর ডলার (প্রায় ৬০ টাকা)-তে যে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে তা বাংলাদেশের ১০০০ টাকাতেও সেই নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ধারে কাছে পাওয়া যায়নি। গতানুগতিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়ার ফলশ্রুতিতে উন্নত প্রিন্টার , স্ক্যানার,কালার ফটোকপিয়ার মেশিন,কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে জালিয়াতি চক্র এসব নোট জাল করে হুবহু আসল টাকার মত করতে সক্ষম হয়েছে। এসব উন্নত মানের জাল টাকা এখন সুপার নোট হিসেবে বাজারে অবাধ বিচরণ করছে। যা উন্নত প্রযুক্তির(UV LED Light with accurate wavelength for accurate judgment) সাহায্য ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভবপর নয়।

- আমাদের দৃষ্টিতে ও পরিক্ষায় এসব উচ্চ মূল্যমানের এবং নিম্ন মূল্যমানের নোট গুলোতে যে মাপ ও আকার বাংলাদেশ ব্যাংক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন তা বাস্তবে মিল পাওয়া অনেকক্ষেত্রেই যাচ্ছে না। উপরন্তু আমাদের উদ্ভাবিত ICD UV LED flashlight (365NM German Tech.) –এ এসব সুপার নোট গুলোর অংশ বিশেষ নীল ও নীলাভ আকার ধারন করাতে আমরা উৎকণ্ঠিত।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন গণমাধ্যম , পত্র পত্রিকা ও ব্যাংকের মধ্যে টাঙানো বাহারি পোস্টারে শুধুমাত্র ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটগুলোর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। যা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেক মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। উপরন্তু যে ভাবে ম্যানুয়ালি পরিক্ষা করতে বলা হয়েছে তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যা দ্রুত লেনদেন বা অনেক টাকা লেনদেন করার সময় তা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক জালটাকা শনাক্তকরণে UV Light প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা বললেও কীভাবে সনাক্ত হবে এবং কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের UV light(Wavelength in Nano meters-NM) হবে তা উল্লেখ করেননি। তার ফলে মানুষ অবগত হতে পারেনি প্রকৃত সঠিক মাপের কত আলোকরশ্মির UV -প্রযুক্তির মাধ্যমে টাকা পরিক্ষার বিষয়টি । যা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে !

- **সুপার নোট কি ?**

আমরা আসল ও নকল নোটের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সুপার নোটের সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত নয়। জাল নোট ও আসল নোটের অবয়ব আপাতদৃষ্টিতে হুবহু এক। এর Denomi nat i ons বা চরিত্র, আকার, আকৃতি, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি আসল নোটের সঙ্গে শতকরা ৯৯.৯৯ শতাংশ পর্যন্ত মিলিয়ে ফেলা সম্ভব। এখানে যেসব নোট সব বিষয়ে শতকরা ১০০ ভাগ আসল নোটের মতো, ছাপানোও আসল মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় কিন্তু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বাজারে এসেছে। সেই ধরনের নোটকেই সুপার নোট বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের কিছু দেশে জাল নোটের চেয়ে সুপার নোট বেশি ভয়ঙ্কর। তাই যে কোনো দেশের কর্তৃপক্ষকে জাল নোটের পাশাপাশি সুপার নোটের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কারণ জাল নোট সহজেই শনাক্ত করা যায় কিন্তু সুপার নোট শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট শনাক্তকারী নোট শর্টিং মেশিনের মাধ্যমেও এটি শনাক্ত করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে এ রকম সুপার নোট দেশ বিরোধী শত্রু ও দেশী– বিদেশি আন্তর্জাতিক চক্রের কারণে বিস্তৃতি লাভ করেছে বলে অনুমান করছি। এদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক কোন শক্তি নকল টাকা তৈরি ও বাজারজাত করনে সহযোগিতা করতে পারে বলে আমরা ধারনা করছি। সম্ভবত একারনেই এদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ আবুল বারাকাত বলেছেন, “বাংলাদেশের বর্তমান বাজারে এক হাজার কোটি টাকার জাল নোট আছে। সেগুলো গড়ে যদি দিনে পাঁচবারও হাত বদল হয় তবে তার মূল্য দাঁড়ায় ৫ হাজার কোটি টাকা।”

জালটাকাঃ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব-

জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য অনুষঙ্গ হচ্ছে টাকা। মানুষ ও দেশের সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন হয় নগদ অর্থ বা টাকার। জীবনের প্রান সৃষ্টি করা ছাড়া টাকা পারে না এমন কিছু নেই। এজন্যেই বলা হয়ে থাকে Money is the second God. আর এই দেবতুল্য টাকাটি যখন হয় জাল বা নকল তখন দেশের আর্থ -সামাজিক খাতে এর মারাত্মক কু-প্রভাব পড়ে।

যে কোন সময় একটি দেশ জাল নোটকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো জাল নোট ছড়িয়ে শত্রুকে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল করে দেওয়া । যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের কারেন্সি জাল করে ঐ দেশের বাজারে ছড়িয়ে তাদের অর্থনীতিতে ধস নামিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তাই জাল নোটের অবাধ বিস্তারের কারণে যে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে সক্ষম। জালটাকার কারণেঃ

- আসল টাকার মূল্যমান কমে যেয়ে শক্তিশালী বিদেশী কারেন্সির বিপরীতে টাকার বিনিময় হার কমে যায়। যেমনঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,সিঙ্গাপুর,হংকং,চায়না,মালয়েশিয়া এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভূটান সহ অনেক দেশের শক্তিশালী কারেন্সির বিপরীতে আমাদের টাকার মান দিনে দিনে কমে যাচ্ছে।
- মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয়, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং মানুষের সব খাতে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়।
- অবৈধ ও অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।
- সামাজিক অস্থিরতা, অপরাধ, দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।
- দেশের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে ।

জালনোট প্রতিরোধের উপায় সমূহঃ

Bad money drives away good money. তাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত জাল নোট প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়া। কারণ জাল নোট শুধু দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে না, ব্যক্তিগতভাবে আপনিও যে কোনো মুহূর্তে ক্ষতির শিকার হতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি পরতে পারেন আইনি ঝামেলায় । তাই একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে জাল নোট প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন।

- প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জালটাকা শনাক্তকরণ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি UV LED Flashlight 365nm ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।কারণ আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি বা লাইট ৩৬৫ তরঙ্গদৈর্ঘ্য-এর না হলে তা উন্নত মানের জালটাকা বা সুপার নোট সনাক্ত করতে ব্যর্থ হবে। উল্লেখ্য বর্তমান বাজারে বিদ্যমান UV Light -এ এ ধরনের জাল নোট ধরতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।
- বাংলাদেশে বর্তমানে বিদ্যমান দুর্বল নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নোট গুলো ধীরে ধীরে বাজার থেকে তুলে নিয়ে উন্নত দেশের বা অন্তত পক্ষে ইন্ডিয়া ও ভুটানের নোটের অনুকরনে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে নতুন শক্তিশালী ব্যংক নোট অচিরেই প্রবর্তন করতে হবে। মোটকথা,পরীক্ষিত বিশ্বমানের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য এদেশের নোটে সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে ।
- ক্লিন নোট পলিসি প্রবর্তন করা।
- ব্যাংক নোট সমুহে জালিয়াতি রোধকল্পে সর্বাধুনিক ও বিশ্বমানের UV fluorescence (covert security feature) বৈশিষ্ট্যটি খুব দ্রুত সংযোজন করা।কারণ জালিয়াতি চক্র এ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যটি সহজে রপ্ত করতে পারে না। উল্লেখ্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া, নেপাল, ভূটান সহ বিশ্বের শতকরা ৯৫% দেশের ব্যাংকনোট-এ এই সিকিউরিটি ফিচারটি দেয়া আছে । অথচ আমাদের দেশে নেই।
- কঠোর নিরাপত্তা সম্বলিত সংরক্ষিত পরিবেশে নোট মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাংক নোট মুদ্রণের উপকরণসমূহ সংগ্রহের উৎস বিশ্বস্ত, গোপনীয়, সীমিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে একক হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- অনতিবিলম্বে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, মেধাসম্পন্ন ও উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী কারেন্সি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দান।
- পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে কারেন্সি টেকনোলজি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করন ও উচ্চতর ডিগ্রি প্রবর্তন।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার ও গনমাধ্যম সমুহে জালটাকা সম্পর্কে ব্যপক ধারনা ও সতর্কতা গ্রহণ। রাষ্ট্রীয়ভাবে জালটাকা প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং প্রতি বছর জালটাকা প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা ।
- জালটাকার সাথে জড়িতদের জন্য আরও কঠিন আইন প্রনয়ন করা।

- কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে গ্লোবাল কারেন্সি ডায়াগনসিস সেন্টার স্থাপন করা।

বিঃ দ্রঃ আমাদের জার্মান টেকনোলজি দ্বারা প্রস্তুত l CD UV L E D Fl a s h l i g h t এর 3 6 5 n m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা Wa v e l e n g t h এর মাধ্যমে মুহূর্তেই লোকাল ও ফরেন কারেন্সি বা ব্যাংক নোটের যাবতীয় নিরাপত্তা(গুপ্ত, লুকানো বা অদৃশ্যমান ও দৃশ্যমান) বৈশিষ্ট্য নিখুঁত ভাবে উম্মুক্ত হয়। ফলে কোনটি আসল ও কোনটি নকল তা সহজেই প্রমানিত হয়। এমনকি বান্ডিলে থাকলেও জালটাকার রঙ (হালকা নীল) পরিবর্তন হয়ে দ্রুত সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

টাকা চেনার উপায়ঃ পড়ুন ঃ http://www.bd-pratidin.com/various/2018/04/19/323440

২। পে-অর্ডার , ডি ডি ,চেক বই, এ টি এম কার্ড সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং ডকুমেন্টসঃ

এসব ব্যাংকিং ডকুমেন্টসে জাল জালিয়াতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ।এজন্য এসব ব্যাংকিং ডকুমেন্টসে দেয়া হয়ে থাকে সর্বাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Covert & Overt security features বা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য।). তাই এসবের জাল জালিয়াতি প্রতিরোধ কল্পে প্রত্যেক ব্যাংকে জার্মান টেকনোলজির l CD UV L E D Fl a s h l i g h t এর 3 6 5 n m এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (Wa v e l e n g t h) ডিভাইসটি রাখা অত্যাবশ্যক । কারণ এর মাধ্যমে এসব নিরাপত্তামূলক ব্যাংকিং ডকুমেন্টসে এর Hi d d e n s e c u r i t y f e a t u r e s গুলো উম্মচিত করে কোনটি আসল এবং কোনটি নকল তা তাৎক্ষণিক ভাবে প্রমান করে দিতে সক্ষম।ফলে এ খাতে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী।

৩। পাসপোর্ট, ভিসা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ট্রাভেল ডকুমেন্টসঃ

বিদেশ ভ্রমন ও শ্রমিক অভিবাসনের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে পাসপোর্ট ও ভিসা। তাই এসবের জাল জালিয়াতি প্রতিরোধ কল্পে প্রতিটি দেশের পাসপোর্ট ও ভিসায় থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। এই নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যগুলো এমন ভাবে সংযোজিত থাকে যা খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। এই invisible security features দেখার জন্য এদের উপর আলোকসম্পাত করা হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (3 6 5 n m) অতিবেগুনি রশ্মির (U V) ।

তাই পাসপোর্ট ও ভিসার আসল নকল যাচাই করনে প্রত্যেক ট্রাভেল এজেন্সি, জনশক্তি রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে রাখা উচিত UV L E D Fl a s h l i g h t এর 3 6 5 n m এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (Wa v e l e n g t h) ডিভাইসটি তথা ফ্ল্যাশলাইট -টি । ফলে এসব খাতে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাসী ।

৪। সকল প্রকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহ রাজস্ব খাত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জুডিশিয়াল , নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প , ট্যাক্স স্ট্যাম্প ,সিগারেট বা টোব্যাকো পণ্য এর ব্যান্ডরোল/ট্যাক্স স্ট্যাম্প সহ অন্যান্য পন্যের ট্যাক্স লেবেল বা স্ট্যাম্প ইত্যাদিঃ

সরকারের রাজস্ব খাতের বড় আয় হচ্ছে এই রেভিনিউ স্ট্যাম্প। ৩১-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে সকল রেভিনিউ বা রাজস্ব স্ট্যাম্প সহ সকল জুডিশিয়াল তথা অ্যাডহেসিভ কোর্ট ফি স্ট্যাম্প, বীমা স্ট্যাম্প, বীমা ফি স্ট্যাম্প, ফরেন বা বৈদেশিক বিল স্ট্যাম্প, শেয়ার হস্তান্তর স্ট্যাম্প,যানবাহন জরিমানা স্ট্যাম্প ,বিশেষ আঠালো স্ট্যাম্প,নোটারিয়াল স্ট্যাম্প ইত্যাদিতে Coated gummed paper with UV fibres কাগজে রয়েছে GOB লেখা সম্বলিত বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য ।যা গুপ্ত ও লুকানো অবস্থায় থাকে । এই invisible security features কে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করতে হলে এর উপর ICD LED UV-365nm Flashlight টি দ্বারা আলোকসম্পাত করতে হবে। আর এর উপর আলোকসম্পাত করার পরেও যদি তা (GOB) দৃশ্যমান না হয় তবে তা হবে জাল।বলা বাহুল্য বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য বিল সমুহে যে ১০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্প দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই জাল পাওয়া যাচ্ছে।

যাবতীয় জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পেও (কোর্ট ফি), রয়েছে একই নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য। একেই পদ্ধতিতে এটি জাল না আসল তা বুঝা যাবে।

নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার (দলিল)ঃ

সরকারের রাজস্ব খাতের বড় আয় হচ্ছে এই নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়, চুক্তিপত্র, সম্পত্তি হস্তান্তর করতে আমরা যে দলিল ব্যবহার করি তাকেই বলা হয়ে থাকে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার । এটি একজন মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একটি জাল জাল স্ট্যাম্প পেপারে যাই দলিল করা হউক না কেন (জমি, বাড়ি, ফ্লাট, দোকান ক্রয়- বিক্রয় ইত্যাদি) তার কার্যকারিতা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই এই স্ট্যাম্প পেপার কেনার ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এই স্ট্যাম্প বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত ভেন্ডাররা আসল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি করে পান সরকারি ভাবে ৩% কমিশন। আর নকল বা জাল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি করে পান ৭০% মুনাফা। তাই এসব ভেন্ডাররা জাল স্ট্যাম্প পেপার বিক্রয়ে আগ্রহী বেশি। তাই জাল স্ট্যাম্পে আমাদের বাজার সয়লাব।

বিশ্বের উন্নত দেশ সহ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান এসব দেশে এসব স্ট্যাম্প পেপারের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। আবার কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে আসল না নকল সনাক্ত হয় সে সম্পর্কেও অবগত করা হয় । কিন্তু আমাদের দেশে এরকম ভাবে জনগণকে অবগত না করার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

আমাদের দেশের জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

জলছাপঃ এতে রয়েছে “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার” লেখা জলছাপ।যা আলোর বিপরীতে ধরলে দেখা যাবে। কিন্তু আধুনিক প্রিন্টিং ও স্কান্নিং টেকনোলোজির কারণে এই জলছাপ সহজেই জাল করা সম্ভব বলে এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নয়।

শাপলাঃ Holographic ফিচারে এই বৈশিষ্ট্যটি (শাপলা ফুল) এই স্ট্যাম্প পেপারের ৫০, ১০০, ৫০০ ইত্যাদি লেখার চারপাশে আচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু ICD LED UV-365nm এর মাধ্যমে আলোকসম্পাত করলে শাপলা ফুলটি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। আবছা আলো বা হালকা অন্ধকারে এটি বেশি প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে।

ইউ ভি ফাইবারঃ এটিকে সিকিউরিটি ফাইবার বলা হয়। এগুলো অদৃশ্যমান বিভিন্ন রঙের ইউ ভি ফাইবার যা ICD LED UV-365nm এর মাধ্যমে আলোকসম্পাত করলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি ফিচারটি এই স্ট্যাম্প পেপারে পাওয়া যাচ্ছে না।ফলে এর দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আর এজন্য সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব।

সিগারেট ও বিড়ির ব্যান্ডরোলঃ

সিগারেট ও বিড়ির তথা তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত করকে ট্যাক্স স্ট্যাম্প তথা ব্যান্ডরোল বলা হয়ে থাকে। সরকারের রাজস্ব খাতের বড় আয় হচ্ছে এই ব্যান্ডরোল।গত বছর এই সিগারেট ও বিড়ির তথা তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত ট্যাক্স স্ট্যাম্প তথা ব্যান্ডরোল বাবত সরকার প্রায় ১৯ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেন।বিশাল অংক। কিন্তু আমাদের মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানে এসেছে ভয়াবহ তথ্য। আর তা হল এই ব্যান্ড রোল জাল করে বাজারজাত করার কারণে সরকার এ খাতে আয়ের লক্ষমাত্রা দিগুন করতে সক্ষম হচ্ছে না । নিম্নমানের কাগজ ব্যবহার করা হচ্ছে এই ব্যান্ড রোলে। 'বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন' এই ব্যান্ড রোলের প্রিন্টিং এর দায়িত্বে থাকলেও এই ব্যান্ড রোলের মান যথাযথ নয় । কারনঃ

১। এর প্রিন্টিং কোয়ালিটি কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট আবার কোন ক্ষেত্রে এতই নিম্নমানের যা কখনো এরকম হওয়া আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।এই সংশ্লিষ্ট প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানের একই জিনিসের প্রিন্টিং মান কখনো বিভিন্ন হতে পারে না।

২। উপরোক্ত কারণে এই খাতে দুর্নীতির মাত্রা এখন চরম আকার ধারন করেছে বলে আমাদের অনুসন্ধানে প্রতিয়মান হয়েছে।বিভিন্ন তামাকজাত কোম্পানি এই দুর্নীতির সাথে জড়িত আছে বলে আমরা অনুমান করছি।

ব্যান্ড রোলের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যঃ

উন্নতবিশ্ব সহ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সমুহে এই সব ব্যান্ড রোলে উন্নত কাগজ ও সর্বাধুনিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দিয়ে থাকে। পাশাপাশি এসবের জাল জালিয়াতি প্রতিরোধের লক্ষে এই ব্যান্ড রোলের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য প্রায়শই পরিবর্তন করে থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা করা হচ্ছে না বিধায় সরকার বিশাল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে সিগারেট ও বিড়ির উপর যে নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য গুলো রয়েছে তা হলঃ

- **ব্যান্ড রোলের গায়ে গুপ্ত ভাবে লেখা আছে** N B R R B N যা ICD LED UV-365nm এর মাধ্যমে আলোকসম্পাত করলে প্রদীপ্ত হয়ে উঠবে।

  যে সব খাত সমুহে উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য দেয়া আমাদের সরকারের একান্ত কর্তব্য– সেগুলো হচ্ছেঃ

১। শিক্ষা খাত সংক্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ শিক্ষা সনদ বা একাডেমীক সার্টিফিকেট, ট্রান্সক্রিপ্ট ইত্যাদিঃ

২। যানবহন , সড়ক ও পরিবহন খাত সংশ্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ সকল ধরনের ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ীর ফিটনেস সনদ ,গাড়ীর রেজিঃ সার্টিফিকেট , রুট পারমিট ইত্যাদিঃ

৩।আইন ও বিচার খাত সংশ্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টসঃ

৪।ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন লাইসেন্সঃ
৯। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সনদ যেমনঃ মুক্তিযোদ্ধা সনদ, জন্ম ও মৃত্যু সনদ ইত্যাদিঃ ৫।প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বাহিনীর আই ডি কার্ডঃ

৬। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা এবং ঔষধ শিল্প খাত সংশ্রান্ত নিরাপত্তা ডকুমেন্টস ও পণ্য ৭।জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্রান্ত আই ডিঃ জাতীয় পরিচয় পত্র, , ভোটার আই ডি , সোশ্যাল সিকুউরিটি কার্ড, বয়স্ক ভাতা ইত্যাদিঃ

৮।স্পর্শকাতর শিশু পণ্য ও মেডিসিন খাত সমুহ ইত্যাদিঃ